প্রেমপ্রাপ্তি হইতে পারে না। ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই পুরাণান্তরে এইরূপ বর্ণিত আছে—

দন্তী গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরা
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মারণানুভাবঃ॥

বজ্র হইতেও অতিনিষ্ঠুর এই হস্তিগণের দন্তসকল যে বিশীর্ণ হইয়াছিল, সেটি আমার বল নয়—মহাবিপদ্‌বিনাশন জনার্দ্দনের নিরন্তর স্মরণেরই এইরূপ প্রভাব। শ্রীপরীক্ষিৎ প্রভৃতি বিশুদ্ধ মহাভাগবতগণ কিন্তু নিজ-ভক্তির প্রভাবে বিপত্তিনাশের আকাঙ্ক্ষা কখনো করেন নাই, বরঞ্চ ভক্তির ফলরূপে শ্রীভগবান্‌কে পাইবার ও তাহার সেবা করিবার লালসা করিয়া থাকেন। নিজকৃত পাপ বা অপরাধের ফল খণ্ডনের অভিলাষের বিনিময়ে দুঃখভোগের জন্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যেমন শমীকমুনি যখন নিজপুত্র শৃঙ্গীকৃত "সপ্তম দিবসে তক্ষকে দংশন করিবে"—এইরূপ অভিশাপের কথা শুনিয়া গৌরমুখ নামে নিজশিষ্যকে পাঠাইয়া পরীক্ষিৎ মহারাজকে অভিশাপের কথা শুনাইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করতঃ ঋষিগণের সমক্ষে মহারাজ বলিয়াছিলেন—

'দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়তঃ বিষ্ণুগাথাঃ'

"সেই ব্রাহ্মণ প্রেরিত কোন কুহক (মায়াবী) অথবা তক্ষকই আসিয়া দংশন করুক, তোমরা বিষ্ণুগাথা গান কর।" এ স্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—যদ্যপি ভক্তি নিখিল অন্তরায় বিনাশ করিতে সমর্থা, তথাপি ভক্তের সঙ্কল্পানুরূপে নিজের সামর্থ্য প্রকাশ বা অপ্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ভক্তিদেবী প্রহ্লাদের বিঘ্নরূপ অগ্নিকে চন্দ্র হইতেও সুশীতল, হস্তিগণের বজ্রসম দন্তকে তুলা হইতেও সুকোমল, বিষকে সুধা হইতেও সুস্বাদু করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্যই পরীক্ষিৎ মহারাজের মরণহেতু ব্রাহ্মণের অভিসম্পাৎ বিফল করিতে পারিতেন। কিন্তু শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ ভক্তির শক্তিকে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাৎ খণ্ডনরূপ অপব্যবহার করিতে সঙ্কল্প না করাতেই সপ্তমদিবসে তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিয়াছিল। তিনি ভক্তির সম্পূর্ণ শক্তিকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্তির জন্যই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এইরূপ কার্য্য বিশুদ্ধ ভক্তমাত্রেরই করা কর্ত্তব্য। ভক্তির কোন ক্ষমতাকেই দেহ-দৈহিক-সম্বন্ধান্বিত ব্যবহারিক বিষয়ে প্রয়োগ করা অত্যন্তই অকর্ত্তব্য। ১৫৫।১।১৭॥